যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১

১/ বিবিধ

আরবী

(الدين هو العقل، ومن لا دين له لا عقل له)

باطل

أخرجه النسائي في " الكنى " وعنه الدولابي في " الكنى والأسماء " (2 / 104) عن أبي مالك بشر بن غالب بن بشر بن غالب عن الزهري عن مجمع بن جارية عن عمه مرفوعا دون الجملة الأولى " الدين هو العقل " وقال النسائي: هذا حديث باطل منكر قلت: وآفته بشر هذا فإنه مجهول كما قال الأزدي، وأقره الذهبي في " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " والعسقلاني في " لسان الميزان "
وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده (ق 100 / 1 - 104 / 1 - زوائده) عن داود بن المحبر بضعا وثلاثين حديثا في فضل العقل، قال الحافظ ابن حجر: كلها موضوعة، ومنها هذا الحديث كما ذكره السيوطي في " ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " (ص 4 - 10) ونقله عنه العلامة محمد طاهر الفتني الهندي في " تذكرة الموضوعات " (ص 29 - 30)

الدنيا في كتابه " العقل وفضله " فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء، فالعجب من مصححه الشيخ محمد زاهد الكوثري كيف سكت عنها؟ ! بل أشار في ترجمته للمؤلف (ص 4) إلى خلاف ما يقتضيه التحقيق العلمي عفا الله عنا وعنه

وقد قال العلامة ابن القيم في " المنار " (ص 25) : أحاديث العقل كلها كذب

বাংলা

১। দ্বীন (ধর্ম) হচ্ছে বিবেক, যার দ্বীন (ধর্ম) নেই তাঁর কোন বিবেক নেই।

- হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি নাসাঈ “আল-কুনা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে দুলাবী “আল-কুনা ওয়াল আসমা” গ্রন্থে (২/১০৪) আবূ মালেক বিশ্‌র ইবনু গালিব সূত্রে যুহরী হতে ... প্রথম বাক্যটি ছাড়া মারফূ’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ (هذا حديث باطل منكر) এ হাদীসটি বাতিল, মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ বিশর নামক বর্ণনাকারী। কারন আযদী বলেনঃ তিনি মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী। ইমাম যাহাবী “মীযানুল ই’তিদাল” এবং ইবনু হাজার আসকালানী “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হারিস ইবনু আবী উসামা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (কাফ ১০০/১-১০৪/১) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে বিবেকের ফযিলত সম্পর্কে ত্রিশের অধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ সে সবগুলোই জাল (বানোয়াট)।

সেগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীসটি যেমনটি ইমাম সুয়ূতী তার “যায়লুল-লাআলিল মাসনু’ইয়াতি ফিল আহাদীসিল মাওযু’আত” গ্রন্থে (পৃঃ ৪-১০) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে হাদীসটি আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির আল-হিন্দী মাওযু’ গ্রন্থ “তাযকিরাতুল মাওযু’আত” এর মধ্যে (পৃঃ ২৯-৩০) উল্লেখ করেছেন।

দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সম্পর্কে যাহাবী বলেনঃ

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেনঃ হাদীস কি তিনি তাই জানতেন না। আবূ হাতিম বলেনঃ তিনি যাহেবুল হাদীস[হাদীসকে বিতাড়নকারী], নির্ভরযোগ্য নন। দারাকুতনী বলেনঃ তিনি মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি]। আব্দুল গনী ইবনু সা’ঈদ দারাকুতনী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ মায়সারা ইবনু আব্দি রাব্বিহি “আল-আকল” নামক গ্রন্থ রচনা করেছন আর তার নিকট হতে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার তা চুরি করেন। অতঃপর তিনি তার (মায়সারার) সনদের পরিবর্তে নিজের বানোয়াট সনদ জড়িয়ে দেন। এরপর তা চুরি করেন আব্দুল আযীয ইবনু রাজা এবং সুলায়মান ইবনু ঈসা সাজযী।

মোটকথা বিবেকের ফযিলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস হয় দুর্বল, না হয় জাল (বানোয়াট)।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম “আল-মানার” গ্রন্থে (পৃঃ ২৫) বলেনঃ (أحاديث العقل كلها كذب) ’বিবেক সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা।’

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5262

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন